শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজা ও সোসিয়ালিজম

শিবরাত্রি ও মক্কার কালা শিব

সিমলা চুক্তি ও দুর্ব্বলবাদ

শক্তিবাদ প্রবর্তক

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

প্রথম প্রকাশ - ১৯৭২ সন

শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজা

ওঁ শক্তিবাদং শরণম্ গচ্ছামি॥ ওঁ শক্তিঃ সৃষ্টি মূলম্॥ ওঁ শক্তিঃ স্থিতি মূলম্॥ ওঁ শক্তিঃ সর্ব মূলম্॥ ওঁ শক্তিঃ ধর্ম মীলম্॥ ওঁ শক্তিঃ রাষ্ট্র মূলম্॥ ওঁ শক্তিঃ জীবন মূলম্॥ ওঁ শক্তিঃ অসুর নাশনম্॥ ওঁ শক্তিঃ নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপা॥

দুর্গাপূজার প্রথম অনুষ্ঠান বোধন॥

মন্ত্র - ''ওঁ রক্ষোহনং বলগহনং বৈষ্ণবী মিদমহং তং বলগমুৎ কিরমি'' (যজুর্ব্বেদ ৫ মণ্ডল, ২য় কণ্ডিকা, মং ২০) আমি অসুরনাশিনী তীব্র বেগরূপা বৈষ্ণবী মহাশক্তিকে উদ্বোধন করিতেছি।

''যচ্চ কিঞ্চিদ্ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ।'' চণ্ডী। অঃ ১ মং ৭৮॥

''হে অখিলাত্মিকে, যে কোন বস্তু উহা চেতনারূপেই থাকুক বা জড়তত্ত্বরূপেই থাকুক, উহারা শক্তিময়।'' ভারত উভয় প্রকার শক্তিরই অনুশীলন করিয়াছিল। বজ্রবাণ, জৃম্ভন, পাশুপৎ প্রভৃতি দিব্য অস্ত্রের ব্যাপক প্রয়োগ ভারতে ভালভাবেই হইয়াছিল। দুর্বলবাদী নেতারা ভারতের সর্বনাশ চায়, এ জন্য তাহারা এটোমিক অস্ত্র প্রস্তুতের বিরুদ্ধে।

দুর্গাপূজার শেষ অনুষ্ঠান 'হবন'

মন্ত্র :- ''ওঁ অম্বে, অম্বিকে অম্বালিকে ন মানয়তি কশ্চনঃ
সশস্তাশ্বকঃ শুভাদ্রিকাং কম্পিল্য বাসিনীম্ স্বাহা॥'' যজুর্ব্বেদ ১২।২॥

''হে অম্বে, হে অম্বিকে, হে অম্বালিকে, আপনি পরম মঙ্গলকারিণী, আপনি কম্পিলে নিবাস করেন। (কম্পিল - অনুকম্পা, দয়া বা অনাদি স্পন্দন-শক্তি-প্রবাহ) যাহাদের মন শিশুঘোড়ার মত চঞ্চল, তাহারা আপনাকে অর্থাৎ শক্তিবাদকে মানে না; আপনি স্বাহা মন্ত্রে আহুতি গ্রহণ করুন।''

শক্তিবাদ মঠে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা - সায়ংকালে শ্রীশ্রীদুর্গা আমন্ত্রণ, বোধন, ও অধিবাস। মহাসপ্তমী পূজা।

অষ্টমী পূজা॥ শক্তিবাদ মঠে সাড়ম্বরে মহাষ্টমী পূজা। কুলাচার মতে দেবীর অর্দ্ধ রাত্রি বিহিত পূজা।

প্রাতঃকালে দেবীর অষ্টমীর অধিক পূজা॥ সন্ধিপূজা॥ বলিদান। শক্তিবাদ মঠে সন্ধিপূজার পর মহানবমী পূজা আরম্ভ॥

মহানবমী পূজার অধিক পূজা করিয়া মহাশক্তি যজ্ঞ আরম্ভ এবং পূর্ণাহুতি॥ মধ্যাহ্নে প্রসাদ দান॥

পূজা ও উৎসবে দৃক্‌সিদ্ধ তিথির অনুসরণ করা হয়। সায়ংকালে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা॥ শ্রীশ্রীকালীপূজা, অমাবস্যা অহোরাত্র॥ শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীর

জন্মোৎসব ১৪ই জানুয়ারী মকর সংক্রান্তি, মহা শক্তিপূজা, নবগ্রহ পূজা, গুরু পরম্পরা পূজা, চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ, সমবেত উপাসনা॥ শক্তিবাদ, দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদ আলোচনা॥ নীল সরস্বতী পূজা ও সরস্বতী পূজা যজ্ঞ॥ শ্রীশিবরাত্রি পূজনম্॥ বাসন্তী নবরাত্রি চণ্ডীপাঠ, রাজ রাজেশ্বরীর পূজা যজ্ঞ, বগলা দেবীর পূজা, অর্দ্ধনারীশ্বর পূজা ও যজ্ঞ। ১লা বৈশাখ নববর্ষ উৎসব যজ্ঞ॥

জীতাষ্টমীতে ১৪২ সংখ্যক আনন্দমঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজের পূজ্য গুরু স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী মহারাজের জন্মতিথি পূজা ও বৈকালে যজ্ঞ॥ *

দুর্গাপূজা শক্তিবাদীয় সমাজবাদ: দুর্গামূর্ত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখুন। অসুরবাদে উৎপীড়িত রাজ্যভ্রষ্ট সর্বস্ব লুণ্ঠিত দেবতাগণ অসুরবাদকে উচ্ছেদ করিবার জন্য সংঘবদ্ধ হন। তাঁহারা নিজ নিজ অস্ত্র ঐ সংঘকে দান করিয়াছিলেন। সংঘশক্তির সঙ্গে অসুরের যুদ্ধই দুর্গামূর্ত্তির মূল কথা। অসুর, সিংহ এবং যুদ্ধরতা মহাশক্তিই দুর্গা প্রতিমার প্রধান মূর্ত্তি। দুর্গামূর্ত্তির সঙ্গে অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তিও রহিয়াছে। তাঁহারা হইতেছেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, নীলকণ্ঠ শিব এবং নবপত্রিকা। লক্ষ্মী – ধনশক্তি, খাদ্যশস্যের সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য্য, গ্রাম শহর জাতি ও দেশের সৌন্দর্য্য। সুপরিকল্পিত অর্থ শক্তি।

সরস্বতী - বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা, সাহিত্য, ভাষা, গণিত, অঙ্ক, শাস্ত্র, দর্শন, বেদ, বেদান্ত, অর্থশাস্ত্র, ব্যবহার শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অনুবাদ বুঝিবার জন্য শাস্ত্রজ্ঞান, দিব্য অস্ত্রশক্তির প্রস্তুত করণ ও ব্যবহার।

কার্ত্তিক - অসুরবাদকে উচ্ছেদ করিবার জন্য সংঘবদ্ধ সু-শিক্ষিত যুব শক্তি।

গণেশ - গণশক্তি।

নীলকণ্ঠ শিব - শক্তিবাদীয় সমাজের আদিগুরু মহাত্যাগী, মহান তপস্বী, মহাযোগী, মহান পিতা মহাদেব ও শক্তিমান পুরুষোত্তম শিব। সাগর মন্থনে সমাজ ধ্বংসী হলাহল উত্থিত হইয়াছিল। সেই হলাহল শিব কণ্ঠে ধারণ করিয়া সমাজ রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই হলাহলই শিবের কণ্ঠে বিদ্যমান। এজন্য তিনি নীলকণ্ঠ মহাদেব।

নবপত্রিকা - মানে ফল, ধান্য, খাদ্য ও ঔষধ বৃক্ষের ব্যাপক চাষে দেশকে সমৃদ্ধি ও অর্থ শক্তিতে শক্তিমান করা।

কম্যুনিজম ও সোসিয়াসিজম মূর্খগণের ভ্রান্ত নবীন সমাজবাদ - এই সমাজবাদে কার্ত্তিক (যুবকশক্তি) সরস্বতীর (স্কুল, কলেজ, শিক্ষা বিভাগ, সাহিত্যিক, ধর্মপ্রচারক ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের) বিধ্বংসী আসুরিক নীতি গ্রহণ করিয়াছে। মূর্খদের এই সমাজবাদে গণেশ (গণবাদীরা) লক্ষ্মীর উচ্ছেদ সাধন করিতে তৎপর। এসব গণবাদীরা নির্ব্বিচারে ধনী, শিল্পপতি, বৃহৎ চাষবাদী, মৎস্যচাষীদের উচ্ছেদ করিয়াছে। রাজা, জমিদার ও বিত্তশালীকে ধ্বংস করিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এরা কোথাও মক্কাবাদী মুসলমানদের কোনও প্রকার ক্ষতি করে নাই। কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার,

* পরবর্তী সংস্করণে সংযোজিত - গঙ্গা দশহরাতে স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজের তিরোধান দিবসে বগলামুখী দেবীর পূজা যজ্ঞ ও প্রসাদ বিতরণ।

পুলিশ, বিচার বিভাগ সকলেই এসব গণবাদীদের অরাজকতা ও দুষ্কার্য্যের সমর্থক ছিল। এসব ঘটনা ইন্দিরাজীর রাজ্যকালেরই সুব্যবস্থা। ইহা চলিল না দেখিয়া ইন্দিরাফ্রন্ট নব কংগ্রেস সোসিয়ালিজম এর শপথ নিয়াছেন। পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট ভূট্টু যে পূর্ববঙ্গের সমগ্র অত্যাচার অনাচার রক্তপাত ব্যাপক হত্যা ব্যাপক লুণ্ঠন গৃহদাহ জনতা বিতাড়নের রাষ্ট্রপতি, ইহাতে সন্দেহ নাই। সেই ভূট্টুর সাথে ইন্দিরাজী সিমলা শৈলে ভাল ভাবে কোলাকুলী করিলেন। সিমলা চুক্তির এই মর্মকথা। ইনিই নবীন কম্যুনিজমের কর্তা। কাজেই ভারতের সমস্ত দলই সিমলা চুক্তির সমর্থক। রাষ্ট্রপতি গিরিজীও সিমলা চুক্তির সমর্থক। দুর্গামূর্ত্তির মধ্যে অসুরের সঙ্গে যুদ্ধরতা দুর্গামূর্ত্তির (ইন্দিরাজীর) এইরূপ ভয়ঙ্কর অসুরপ্রিয়তা ভারতের জন্য ভয়াবহ বলিতেই হইবে। কারণ পৃথ্বীরাজ, গান্ধী, জহরলাল, শাস্ত্রী ও ইন্দিরার নীতি এক রেখায় আসিয়াছে। ইন্দিরা, ইন্দিরার গুরুগণ এবং ইন্দিরার সমর্থকগণ কি এক মুহূর্ত্ত ভাবিতে পারেন, ভুট্টোর হাতে যদি কখনও দিল্লীর পতন হয় তবে ভারতের কিরূপ দুর্দ্দশা হইবে!

২৫ বৎসর কম্যুনিজমের সমাজতান্ত্রিকতার এক অধ্যায় শেষ হইয়াছে; যখন ইন্দিরা কংগ্রেসকে ভাগ করিয়া দেন। কম্যুনিজমের এই অধ্যায়টী ভাঁওতা কথার কম্যুনিজম ছিল। ইহার পর কম্যুনিজমের দ্বিতীয় অধ্যায়ে গণবাদীরা (গণেশ) লক্ষ্মীর মুণ্ডুপাত করিলেন। কার্ত্তিকের দল সরস্বতীর অঙ্গ ভঙ্গ করিলেন। দুর্গামূর্ত্তি ও ইন্দিরাজী বিখ্যাত অসুরবাদী ভূট্টুর সঙ্গে কোলাকুলী এবং সিমলা চুক্তি করিলেন। কম্যুনিজমের দ্বিতীয় অধ্যায় কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মহিষমর্দ্দিনী দুর্গার (ইন্দিরাজী) রূপ আমরা বুঝিলাম। কিন্তু নীলকণ্ঠ শিব কোথায় গেলেন? উঃ - নীলকণ্ঠ শিবও এ অধ্যায়ে বিরাজমান। ইন্দিরা দেবীর অনেক গুরুদেবী ও গুরুদেব আছেন। শুনিলাম, সীমলা চুক্তির প্রাক্কালে ইন্দিরাজী এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ কয়েকজন সহকর্মী রুদ্ধদ্বারে গুরুদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহার পর সিমলা শিখরে ভূট্টুর সঙ্গে মিলনে অগ্রসর হন। ইন্দিরাজীর গুরুগণ জীন্না সাহেবের চেলা বা স্বয়ং ভুট্টর মন্ত্র শিষ্য অথবা ইঁহারা রামদাস স্বামী বা বশিষ্ঠ দেবের শিষ্য, ইহা জানা প্রয়োজন।

সবই প্রত্যক্ষ করা হইল; কিন্তু নবপত্রিকা দেবী কোথায় গেলেন? আমরা বলি নবপত্রিকা দেবীও ইন্দিরাজীর রাজ্যে বিরাজমান। ভারত সরকার প্রতি বৎসর একদিন করিয়া বন মহোৎসব লীলা করিতেছেন। যখন জমিদার উচ্ছেদ হয় তখন আমরা আমাদের কংগ্রেসী ভক্তদের বলিয়াছিলাম তোমরা জমিদারদের উচ্ছেদ না করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বৃহৎ চাষ ও গোপালনের ব্যবস্থায় মন দাও। এখনও এঁরাই সমাজ জীবনের শক্তিশালী অংশ, কর্ত্তৃত্ব, ধন ও সমাজ সংগঠন এখনও ইঁহাদেরই হাতে বিদ্যমান। আমরা রাজন্য উচ্ছেদের সমর্থক কখনও ছিলাম না (দ্রঃ শক্তিবাদ পুস্তক) এবং রাজন্য ভাতা উচ্ছেদেরও বিরুদ্ধে। আমরা সর্ব্বদাই বলিয়াছি রাজন্যগণ দ্বারা বৃহৎ গোপালন, পশুপালন, বৃহৎ চাষ, এবং ফলের বৃহৎ আবাদের ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের মন দেওয়া কর্তব্য। ইহার ফলে রাজন্যদের প্রতিষ্ঠা উচ্চে থাকিত, লক্ষ লক্ষ বেকারের কর্ম ও অন্নের ব্যবস্থা হইত, ভারতের শস্য ও খাদ্য বৃদ্ধি হইত। জনতার উপর ট্যাক্স করিয়া সোসিয়ালিজম বা নোট ছাপিয়া সোসিয়ালিজম এর দুষ্কার্য্য হইতে মূর্খ শাসকদল

সহজে আত্মরক্ষা করিবার পথ করিতে পারিতেন। ইন্দিরাজী একদিকে ''গরিবী হঠাও'' অন্যদিকে নোট ছাপিয়া প্রগতিবাদীদের জন্য বেতন বৃদ্ধি ও শক্তিমানদের উচ্ছেদ করিয়া শস্যহীন ভারত প্রস্তুত করিতেছেন। দুর্গাপূজায় নবপত্রিকা মানে খাদ্য, শস্য, ফল ও ঔষধের ব্যাপক আবাদের ব্যবস্থা। ইন্দিরা দেবী ভুটুর সঙ্গে ভালভাবে কোলাকুলী আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতের নবীন সমাজতান্ত্রিক দলগুলি খুব আনন্দ উৎসবের হাততালী বাজাইতেছেন। ভুটু ইন্দিরা মিলনে পূঃ বঙ্গ (বাংলাদেশ) নীরব এবং জনসংঘ বিরোধী হইয়াছেন। মুজীব ও পূর্ব্ব বঙ্গ এবং জনসংঘকে আমরা শক্তিবাদ গ্রহণ ও প্রচার করিতে বলি। দুর্ব্বলবাদ বা অসুরবাদ ভারত বা বাংলার মঙ্গল করিবে না।

সমাজতন্ত্রবাদ। ইন্দিরাজী বলিতেছেন, তিনি সমাজতন্ত্র বাদের প্রতিষ্ঠা না করিয়া আর ক্ষান্ত হইবেন না। সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে কি বুঝায় সেটা তিনি এবং রাষ্ট্রপতি গিরিজী কিছু বুঝেন তো? না কি সেটা একটা ভাঁওতা বাক্য? ইন্দিরাজী তো দুর্ম্মূল্যতা বেকার এবং গরিবী বহিষ্কার করিবেন বলিয়াছিলেন। তাঁহার সে কথার কি হইল? সেটা কি ভাঁওতার কথা? জমিদার গিয়াছে, গৌরব ভারতের মহান আদর্শের চিহ্ন - রাজ রাজারাও গিয়াছেন, মঠ দেবোত্তর তীর্থ রাষ্ট্রায়ত্ত হইয়াছে। শিল্পপতিরাও স্ট্রাইক, ঘেরাও, সঙ্ঘবদ্ধ কর্ম্ম হীনতায় অন্তর্হিত হইয়াছেন। ব্যাঙ্ক, রেল, বাস, ডাক, তার, খাদ্য, শিক্ষা সবই তো রাষ্ট্রায়ত্ত, রেশনের খাদ্য দ্রব্য কঙ্কর পাথর ধান্য ও গলিত খাদ্যের মিশ্রণে সমৃদ্ধ, তবে আর সোসিয়ালিজমের বাকী কি রহিল?

সপ্তসিন্ধুবাদ - গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, পাঞ্জাবের পঞ্চনদ, ইহারা প্রসিদ্ধ সপ্তসিন্ধুর পবিত্র তপঃভূমি। এই স্থানে অনেক ঋষি, যোগী, মুনি ও তপস্বীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের দ্বারা এক মহান সভ্যতার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। সেই সভ্যতার মূল সূত্র হইতেছে অসুরবাদ নাশ এবং আত্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। সপ্তসিন্ধু সভ্যতার নাম শুনিলে যাহারা ক্ষিপ্ত হয় তাহারা কিন্তু সকলেই অসুরতোষক। সপ্তসিন্ধু সভ্যতাই হিন্দুসভ্যতা। সপ্তসিন্ধুর দুইটি ধারা বংগদেশে আসিয়াছে। বং মানে জল, গ মানে গমন। জল যে দেশে গমন করিয়াছে উহার নাম বংগদেশ। সপ্তসিন্ধুর মহান তপঃ ভূমিতে ভারতের অন্যান্য প্রান্ত এবং পৃথিবীর নানাদেশ হইতে মহান ব্যক্তিগণ আসিয়াছেন এবং তপস্যা করিয়া পৃথিবীর নানাদেশে যাইয়া মঠ ও আশ্রম স্থাপনা করিয়া সপ্তসিন্ধু সভ্যতার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই ভাবেই মক্কার শিব মন্দির কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের আদর্শে পঞ্চায়েত সহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগেও বিহারের নালন্দাকে কেন্দ্র করিয়া বৌদ্ধ সভ্যতার বিস্তৃতি হইয়াছিল। বৌদ্ধবাদ দুর্ব্বলবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আচার্য্য শঙ্কর উহা এক ধাক্কায় ভাঙ্গিয়া দেন। শক্তিবাদ ধর্ম্মের প্রচার ও প্রসার হইলে মক্কাবাদ ধর্ম্মও বিলুপ্ত হইবে। পাঠক শক্তিবাদ ম্যানিফেষ্টো ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী আলোচনা করুন।

আমরা যেদিনই মুজিবের জাতীয়তাবাদের নাম শুনিয়াছি তখনই মুজীবকে ও তাঁহার দলের নেতাগণকে খুঁজিয়াছি। বাংলাদেশ সরকার গঠিত হইবার পর আমরা বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যেকটী মন্ত্রীকে রেজেষ্টারী ডাকযোগে শক্তিবাদ ম্যানিফেষ্টো বইখানা পাঠাইয়াছি। বাংলাদেশের কলিকাতাস্থ কমিশনার আর. আই. চৌধুরী স্পষ্ট বলিয়াছেন, তিনি শক্তিবাদ ম্যানিফেষ্টো বইখানা পাঠ করিয়াছেন এবং স্পেশাল নোট সহ উহার এক কপি মুজীবকে পাঠাইয়াছেন। মক্কাবাদ হইতেছে ভারত ও বাংলাদেশের সমস্যা,

অস্থরতোষণের দুর্ব্বলতা ভারতের জীবন মরণ সমস্যা। এই পুস্তিকায় শিবপূজা অংশ দেখুন এবং শক্তিবাদ ম্যানিফেস্টো পাঠ করুন। ভাঁওতায় আর চলিবে না। দেশ অন্নহীন, দ্রব্যহীন, নোট ছাপার অর্থনীতিতেই দ্রব্যমূল্যকে ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি করিতেছে। গরীব ও মধ্যবিত্তদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়াছে। ঢাক ঢোলের দুর্গাপূজায় মত্ত হও, ভালই; কিন্তু সে সঙ্গে বাস্তবের দুর্গাপূজা ও বাস্তবের দুর্গাবাদ-শক্তিবাদও বুঝিতে হইবে। হিন্দুধর্মের সন্ধ্যা, পূজা ও উৎসবগুলি মোটেই অর্থহীন নহে। হিন্দু জনতা ও নেতাগণের হিন্দুধর্ম বিরোধের কুফল আজ সমাজকে ভাল ভাবেই ভোগ করিতে হইতেছে। শক্তিবাদ সমাজের উন্নতির ধর্ম সম্বন্ধগুলিও সতেজ করিবার পক্ষপাতী। মুজীব ও তাঁহার পার্টি যদি মনে করেন মহম্মদ প্রবর্ত্তিত মক্কাবাদ ধর্ম্মই তাঁহাদের ধর্ম্ম তবে সেটাকেই তাঁহারা ধরিয়া থাকুন! এবং যতটা সম্ভব কাফের ঠ্যাংগাইয়া হাত শক্ত করুন। এক জ্যোতিহীন এবং বিবেকহীন নীতিকে ও চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। মক্কাবাদে এর অধিক কি আছে! মনুবাদীয় (শক্তিবাদীয়) শৈববাদকেই মহম্মদ নিজের প্রয়োজনে বদলাইয়াছেন। মনুপ্রবর্ত্তিত মক্কার প্রাচীন ধর্ম ভারতের শক্তিবাদমূলক শৈববাদ একই ধর্ম্মের অভিব্যক্তি তবে তাঁহাদিগকে শক্তিবাদ বুঝিতে হইবে। ভারতের বুকে দুর্ব্বলবাদ ক্ষীণ হইতে চলিয়াছে, মুসলমানদের মধ্যেও মক্কাবাদ ক্ষীণ হইবে। শিবপূজা অধ্যায় দেখুন।

মক্কার মন্দির পঞ্চায়েৎ ভাঙ্গিবার ফল মহম্মদের জন্য শুভ হয় নাই; ১৪ খানা বিবির স্বামী হইয়াও মহম্মদ নির্বংশ। তাঁহার কন্যার দুই পুত্রও ছাতি ফাটা পিপাসায় মৃত্যু বরণ করেন। মহরম উৎসবে মক্কাবাদীরা এই ছাতিফাটা মৃত্যুর কথা রটনা করিবার জন্যই নিজেদের ছাতি ফাটাইতে ফাটাইতে জলুস বাহির করেন। মৃত্যুর পর মহম্মদ কি স্বর্গে গিয়াছেন? না কি ৫০০০০ বৎসর বাদ আল্লাহ্‌র শেষ বিচারের অপেক্ষায় এখনও কবরে আছেন?

যাহাদের জন্য মক্কাবাদ ধর্ম প্রবর্তিত হইল তাহাদের কি লাভ হইল? মানুষ বাঁচিয়া থাকে খুব বেশী ১০০ বৎসর। কিন্তু কবরে থাকিবে ৫০ হাজার বৎসর। ৫০ হাজার বৎসর কবরে থাকাটা কি সুখের জীবন? একটী মক্কাবাদীকে ৫ দিন একটা ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানুন না, তাহার কতটুকু সুখ হইয়াছে? আত্মা অমর, তাহাকে ৫০০০০ বৎসর কাল কবরে থাকিবার সংস্কার দান করিয়া জীবন কাল নামাজ পড়াইয়া দিবার পর মৃত্যুর পর কবরে ঠুসিয়া দিলে সে আত্মা তখন নিশ্চয়ই দিশেহারা হইয়া কবরেই যাইতে ও থাকিতে বাধ্য হইবে। আমিও কিন্তু কবরে থাকিবার দুর্দ্দশার কথা ভাবিতে শঙ্কিত হই।

চুনারের ভৈরব গুহায় অবস্থান কালে আমি কবর বাদীদের ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশার চিত্র ধ্যান কালে দর্শন করিয়াছি। "ভৈরব গুহার চারিদিকেই কবর স্থান। কবরের সংগে সংযোগকারী একটী ছিদ্র পথে শীর্ণ, মলিন, দুর্দ্দশাগ্রস্ত সহস্র সহস্র আত্মাগুলি ফুর ফুর করিয়া বাহির হইতেছে এবং ফুর ফুর করিয়া ছিদ্র পথে মাটির গর্তে প্রবেশ করিতেছে। তাহাদের মনে ইহাই বিশ্বাস যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষই তাহাদের মত মক্কাবাদ গ্রহণ করিবে এবং ৫০ হাজার বৎসরকাল তাহাদেরই মত কবরে বাস করিবে।" মক্কাবাদীগণ

সমস্ত জীবন নামাজ পড়িবে, কাফেরদের সঙ্গে অসৎ ও অশোভন আচরণ করিবে এবং মৃত্যুর পর ৫০০০০ বৎসর কবরে থাকিবে। মক্কাবাদ ধর্ম্মের ইহাই স্পষ্ট চিত্র।

তাং ১৬।৯।৭২ পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট ভুট্টু, পাকিস্তানী হকি দল ম্যুনিক ওলিম্পিকে যে অশোভন, উচ্ছৃঙ্খল ও বে আইনী আচরণ করিয়াছে, সে জন্য প্রকাশ্য সভায় জার্মানির নিকট ক্ষমা চাহিয়াছেন। তিনি বলেন, ''আমরা মেজাজী, অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ এবং আমরা ধৈর্য্য রাখিতে পারি না।'' আমরা বলি, মক্কাবাদ সংশোধনে ভুট্টু আত্মনিয়োগ করুন নয়তো ক্ষমা চাহিয়া লাভ হইবে না। মূর্খরা ভিন্ন মক্কাবাদীকে কে বিশ্বাস করিবে? অখণ্ড ভারত, অখণ্ড বেদবাদ, অন্ন ও খাদ্যের সচ্ছলতার দিকে মন দিবার সময় আসিয়াছে।

সীমলা চুক্তি

পূর্ব্ববঙ্গ (বাংলাদেশ) উদ্ধার হইবার পর, আক্রমণকারী পশ্চিম পাকিস্তানকেও ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানকে ভাঙ্গিয়া সেখানেও জনতার প্রয়োজন মত ২।৩টা মিত্র রাষ্ট্র গড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। পরাজিত ভুট্টুর গলায় জয়মাল্য দান করা ইন্দিরার কোন মতেই সমর্থনীয় কার্য্য হয় নাই। ইন্দিরার এক তরফা যুদ্ধবিরতি অখণ্ড ভারতের নিকট ক্ষমার অযোগ্য কার্য্য হইয়াছে।

সীমলা চুক্তি ডাকিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। সীমলা চুক্তি করিবারও কোন প্রয়োজন ছিল না। যাঁহারা মনে করেন সীমলা চুক্তি শান্তির প্রতীক তাঁহারা টাকা, পত্রিকা, রেডিও ও কতগুলি মূর্খ নেতা ও সহকর্মীর গলার জোরে বলিতে থাকুন যে সীমলা চুক্তি তাঁহাদের পরিকল্পিত ''শান্তির প্রতীক''। আমরা বলি ভারতে শান্তির তিনটা কথাই আছে - (১) অন্ন ও খাদ্যের সচ্ছলতা, (২) অখণ্ড বেদবাদ, (৩) অখণ্ড ভারত। সীমলা চুক্তিতে ইহার কোনটাই নাই।

জনসঙ্ঘ সীমলা চুক্তি মানে নাই। বাংলাদেশ সীমলা চুক্তি সম্বন্ধে নীরব। আমরা মুজীবকে এবং তাঁহার দলকে (১) মহম্মদের মক্কাবাদ পরিকল্পিত ধর্ম্মের স্বরূপ বুঝিতে বলি। আমরা বলি মনু-প্রতিষ্ঠিত কৈবল্য শিবের মন্দির ও মূর্ত্তিকে কেন্দ্র করিয়া মহম্মদ নিজের স্বার্থ ও নিজের প্রয়োজনে একটি অসুরবাদ ধর্ম্ম (দ্রঃ ইংরাজী শক্তিবাদ*) প্রবর্ত্তন করেন। শিব মূর্ত্তির সঙ্গে যে পঞ্চায়েৎ মূর্ত্তিগুলি ছিল মহম্মদ সেইগুলিকে ভাঙ্গিয়া দেন। কৈবল্য শিব এখনও মক্কার মন্দিরে বিদ্যমান। মুজীব পার্টি প্রয়োজন বোধ করিলে এসব কথার তদন্ত করুন এবং শৈববাদ ধর্ম্ম অনুসরণ করুন। পঞ্চায়েৎ হীন শিবপূজা অবৈজ্ঞানিক এবং অশাস্ত্রীয়। ইহার ফলে মানুষের চরিত্রে অসুরবাদ ও অপুষ্টবাদ প্রবল হয়। মানুষ বিকাশের পথে অগ্রসর হইয়া পূর্ণতায় যাইবে, ইহাই ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক কথা। নিজের এবং অন্য লোকের বিকাশে বাধা দিবার জন্য আসুরিকতা ও নীচতা অবলম্বন কোন প্রকারেই ধর্ম্ম লক্ষণ নয়। আমার সঙ্গে অনেক শিক্ষিত মুসলমান যুবকের

* প্রকাশকের নিবেদন - সম্ভবতঃ ''World Conqueror Shaktibad'' পুস্তকের উল্লেখ হয়েছে।

আলোচনা ও কথা হইয়াছে - তাহাদের প্রত্যেকটি লোকই অহঙ্কারী, দাম্ভিক ও মূর্খ। মুজীব ও তাঁহার পার্টি যদি আমার কথাকে সত্য বলিয়া মানেন তবে তাঁহাদের কর্তব্য হইবে এই বিরাট মুসলমান সম্প্রদায়কে সংস্কার সাধনের ব্যবস্থাও করা। আমরা বলি, তাঁহারা মহম্মদ প্রবর্ত্তিত মক্কাবাদ অনুসরণ না করিয়া বরং মনু (নির্দ্দিষ্ট) কৈবল্য শিববাদ গ্রহণ করুন এবং প্রত্যেক ধর্ম্ম স্থানে পঞ্চায়েৎ সহ শিবমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া বৈদিক ও শাস্ত্রীয় বিধিমতে পূজা ও উপাসনার ব্যবস্থার কথা চিন্তা করুন। মানুষ বিকাশের পথে অগ্রসর হইয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবে এবং অন্যকেও ঐভাবে সাহায্য করিবে। এই নীতিতে সমাজ, শিক্ষা ও রাষ্ট্র পরিচালিত হইবে। ইহারই নাম ধর্ম, উহার বিপরীত আচরণ অধর্ম। কুরাণের ধর্মে অকুরাণ বাদীদের প্রতি ঝগড়া ও বিদ্বেষ শিক্ষা দেয় (স্থরা ৬৬ আয়াৎ ৯), অমুসলমানগণকে ব্যাপক হত্যার জন্য উত্তেজিত করে (স্থরা আন ফাল, আঃ ৬৫ স্থরা বরায়ত আঃ ৭৩ স্থরা মহম্মদ আঃ ৮৮) লুটের আদেশ ১/৫ অংশ মহম্মদকে দেওয়ার আদেশ (স্থরা ৮ আঃ ৩৯ স্থরা ৬৬ আঃ ৯) সন্ধিভঙ্গের আদেশ (স্থরা বরায়ত আঃ ৩) মুসলমানেরা বিগত দেড় হাজার বৎসরে যে সব গুণ্ডামী করিয়াছে কুরাণ সেই সব গুণ্ডামীর আদেশে সমৃদ্ধশালী। পূঃ বঙ্গের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উপর পাকিস্তানবাদী সেনা ও সেনাপতিগণ যে সব অত্যাচার ও গুণ্ডামী করিয়াছে কুরাণের ধর্ম্মে উহা হইতে কোন সভ্য আদেশ নাই। কাজেই মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে অমুসলমান সমাজ কিছুতেই একস্থানে থাকিতে পারে না। পূর্ববঙ্গে ১৯৭১/৭২ সনে যে অরাজকতা পাকিস্তান সরকার মুসলমান এবং হিন্দু জনতার উপর করিয়াছে এবং ৭, ৮ শত বৎসর মুসলমান সমাজ ভারতীয় হিন্দু সমাজের উপর অত্যাচার করিয়াছে তাহাতে আমরা স্পষ্ট বলিতে পারি মক্কাবাদ কোন ধম্মই নহে। মক্কাবাদের সঙ্গে একত্র থাকা কোন মনুষ্য সমাজের পক্ষে সম্ভব নহে। পূঃ বঙ্গ যদি মক্কাবাদ অনুসরণ না করিয়া মনু প্রবর্ত্তিত শৈববাদ গ্রহণ করে এবং মনুপ্রবর্ত্তিত সমাজবাদ পুনঃ স্থাপনা করে তবে সেটা তাঁহাদের পক্ষে মানবোচিত কার্য্য হইবে। হিন্দুদের মতন তাহাদিগকেও কর্ম্মানুযায়ী বর্ণধর্ম প্রবর্তন করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে নবীন মনু সমাজ গঠিত হইবে। তাঁহারা যদি মনে করেন জাত, পাত, বর্ণভেদে বিবাহ ও অন্ন চলনে বাধা থাকিবে না, সেটাও তাঁহারা করিতে পারিবেন। অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন পূর্ব বঙ্গের মুসলমানেরা মক্কাবাদ অনুসরণ না করিয়া যদি শৈববাদ অনুসরণ করেন, তবে হিন্দু সমাজ তাঁহাদের সঙ্গে অন্ন ও বিবাহ চলন করিবেন কিনা। উহার উত্তর স্পষ্ট - হিন্দুসমাজের অন্ন ও বিবাহ প্রচলন নীতিতে যাহা আছে তাহাই থাকিবে। মুসলমানেরা যদি তাঁহাদের ধর্ম স্থানে পঞ্চায়েত সহ শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা না করেন তবে এই সম্প্রদায়কে বিশ্বাসযোগ্য সম্প্রদায় মানা যাইবে না। ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ আমরা এই পুস্তিকার ‘‘শিবরাত্রি পূজনম্’’ অংশে বলিব। মুজীব ও তাঁহার দল শৈববাদ ধর্ম অনুসরণ করিবেন এবং সমগ্র ভারতের মুসলমানদের মধ্যে শৈববাদ ধর্মের প্রসারে সহায়ক হইবেন। শৈববাদ ধর্মের প্রসারতা মক্কার মন্দির পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবে।

যদি মানা যায় মুজীব ও তাঁহার পার্টি অথবা পূর্ব্ববঙ্গ শৈববাদ ধর্ম অনুসরণ করা পছন্দ করেন না এবং কৃপা পূর্ব্বক মক্কাবাদীই তাঁহারা থাকিবেন তবে মুজীবের কর্ত্তব্য

হইবে ভারত ভাগ সময়ে পূর্ববংগ হইতে বহিস্কৃত প্রায় এক কোটী হিন্দুর (কিছু মুসলমানও আছেন) জন্য পূর্ববংগের কিছু স্থান ছাড়িয়া দিয়া পূর্ববাংলার রিফিউজীদের বসাইবার ব্যবস্থা করা। কেহ কেহ বলিবেন পূর্ববংগ রাষ্ট্র সেকুলারিষ্ট রাষ্ট্র ঘোষণা করিয়াছে কাজেই পূর্ববিতাড়িত হিন্দুদের জন্য রাজ্য অংশ ছাড়িয়া দিবার কোন প্রয়োজনই থাকে না। আমরা বলি মুজীব ও তাঁহার পার্টি ও পূর্ববংগ সমাজ যদি মক্কাবাদকে ধরিয়া থাকে তবে সেখানে অমুসলমান সমাজ সেকুলার রাষ্ট্র হইলেও শান্তিতে থাকিতে পারিবে না। কারণ মক্কাবাদ স্পষ্টতঃ একটা অসুরবাদ ধর্ম। মক্কাবাদীরা পাকিস্তানে পূর্ববংগে অথবা ভারতখণ্ডের যেখানেই থাকুন তাহারা অন্য কোন বিশ্বাসবাদী এবং সৎ ধর্মবাদীদের সংগে অবস্থানের শক্তি রাখেন না।

আমরা অখণ্ড ভারত, অখণ্ড বেদবাদ, এবং অন্ন খাদ্য সচ্ছলতার পক্ষপাতি। ভারত ভাগের পর ভারত ও পাকিস্থানে লোক বিনিময় করিলে পাকিস্তান ভাংগিয়া যাইত। ১৯৭১/৭২ সনের পাকিস্থান কর্তৃক ভারত আক্রমণকালে পাকিস্থানের জংগী বাহিনীর পূর্বশাখা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। পশ্চিম শাখাও বিধ্বস্ত হইবার সম্মুখীন হয়। এমন সময় ইন্দিরা তাঁহার পিতা কর্তৃক প্রস্তুত পাকিস্থানের কঙ্কাল রক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠেন। তিনি পরাজিত ভুট্টুর নিকট এক তরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। ইহার পরই ভুট্টুর সংগে সন্ধি করিবার জন্য তৈল মর্দ্দন লীলা আরম্ভ করেন। ইহার পরই সীমলা চুক্তি।

আক্রমণকারী ভুট্টুর সম্মুখে এক তরফা যুদ্ধ বিরতি, সন্ধির জন্য খোসামুদ, এবং চুক্তি করা কোন বুদ্ধিমত্তার কার্য্য হয় নাই। ভুট্টুর পূঃ শাখা বিধ্বস্ত করিবার পর পশ্চিম শাখাকেও বিধ্বস্ত করা কর্ত্তব্য ছিল। পূর্ব শাখা বিধ্বস্ত করিবার পর পশ্চিম শাখাকে বিধ্বস্ত করিয়া সেটাকেও মুজীবের হাতে দেওয়া কর্তব্য ছিল। কারণ মুজীব এবং তাঁহার পার্টিই উভয় পাকিস্থানে সংখ্যা গরিষ্ঠ দল। আক্রমণকারী ভুট্টুকে রক্ষা করা এবং ছাড়িয়া দেওয়া কোন মতেই সমর্থন যোগ্য কার্য্য হয় নাই। এক তরফা যুদ্ধ বিরতির পর যে সব স্থান ভারতের সেনাদলের দখলে সেগুলোকে ভুট্টুর হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার কোনই যুক্তি নাই। ইন্দিরার কর্তব্য সেই সব অঞ্চলে দল কর্ত্তার হাতে সেই সব অংশের শাসন ভার সমর্পণ করিয়া জনমতের সমর্থন যোগ্য শাসন প্রতিষ্ঠা করা। ইন্দিরা পাকিস্থান ভিন্ন রাষ্ট্র বলিয়া অনেক গলাবাজী করিয়াছেন। ধর্ম ভিত্তিতে ভারতকে ভাগ করিয়া মুসলমানগণকে ভারতে রক্ষার কোনই যুক্তি নাই। তাহাদের জন্য ৪ খানা করিয়া বিবি ও হিন্দুদের জন্য ব্যাপক ভ্রূণ হত্যার ব্যবস্থা করা কোন সেকুলারিজম নীতি নহে। বিভক্ত ভারতের পাকিস্থান অংশকে কিছুতেই ভিন্ন রাষ্ট্র বলা যায় না, কারণ ভারতে মুসলমানেরা এখনও রহিয়াছে। তাহাদিগকে পাকিস্থানে বহিষ্কার করিবার পূর্ব পর্য্যন্ত পাকিস্থান নিশ্চয়ই ভারত রাষ্ট্রের অংশ। পৃথ্বীরাজ, গান্ধি, জহরলাল, শাস্ত্রী ও ইন্দিরার কার্য্যধারা একই ভাবে ভারতের সর্ব্বনাশের নীতিতে পরিপূর্ণ। শক্তিবাদের প্রবল প্রচার না হইলে ভারতের এই সর্ব্বনাশের গতি রুদ্ধ হইবে না।

অনেকের ধারণা পূঃ বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ এক হইয়া যাইবে। আমরা বলি পূঃ বঙ্গ যদি মহম্মদ প্রবর্ত্তিত মক্কাবাদ ত্যাগ করিয়া মনু (নূহ্ নুয়া) প্রবর্ত্তিত শৈববাদ অনুসরণ না করেন, তাহারা যদি উপাসনা মন্দিরে পঞ্চায়েত সহ শিব প্রতিষ্ঠা না করেন তবে তাঁহাদের ভারত বা পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে মিলনের কোনই সুফলতা নাই। ভারতের

মুসলমানেরাও যদি মক্কাবাদ ও নূহ্বাদ বুঝিয়া নূহর শৈববাদ অনুসরণ না করেন তবে ইঁহাদেরও প্রতিষ্ঠা সম্মানযোগ্য হইবার কোনই পথ নাই। ভারত এখনও দুর্ব্বলবাদকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেছে, মুসলমানেরাও নূহ প্রবর্ত্তিত শৈববাদ অপেক্ষা মহম্মদ প্রবর্ত্তিত অসুরবাদ বা মক্কাবাদকে শ্রেষ্ঠ মানিতেছেন, কাজেই মুসলমানদের সঙ্গে লইয়া ভারতের শান্তি ও সমৃদ্ধির কোনই আশা নাই। মুসলমানগণ হিন্দু সমাজে প্রচলিত পূজা পার্বণ ও শ্রাদ্ধাদিও অনুষ্ঠান করুন এবং ধর্ম্ম মন্দিরে পঞ্চায়েত সহ শিব প্রতিষ্ঠা করুন।

সীমলা চুক্তিতে পূঃ বঙ্গ নীরব এবং জনসংঘ বিরোধকারী। আমরা দুই জনকেই শক্তিবাদ অনুসরণ করিতে বলি। ভারতের দুর্ব্বলবাদ, পূঃ বঙ্গের মক্কাবাদ দুইটাই পূঃ বঙ্গ ও ভারতের উন্নতির পক্ষে বিপজ্জনক। জনসংঘ ও পূঃ বঙ্গ সম্মিলিত ভাবে শক্তিবাদের প্রচারসহ সীমলা চুক্তির বিরোধ করিলে ভারতের ও পূর্ব্ববঙ্গের কল্যাণ হইবে।

শিবরাত্রি পূজনম্

শক্তিবাদ মঠে শিবরাত্রি পূজার ব্যবস্থা আছে। শিবরাত্রিতে চার প্রহরে শিবের চার মুখের পূজা হয়। নিত্যপূজা কালে পঞ্চমুখ শিবের পূজা হয়। পঞ্চমুখ শিবই ''তৎপুরুষ শিব''। তৎপুরুষ শিবই পুরুষোত্তম্ শিব। বেদের ভাষায় ইনিই 'রুদ্র শিব'। ইনিই মহাদেব। ইনিই আদি দেব মহাদেব। আমরা এই অধ্যায়ে শিব সম্বন্ধে কিছু গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করিব। ইহার কারণ ভারতে মক্কাবাদী সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করিয়া আজ ৭।৮ শত বৎসর অশান্তি চলিয়াছে। মক্কাবাদ শৈববাদেরই একটা বিকৃত অংশ।

গীতায় পুরুষোত্তম কৃষ্ণের কথা আছে। সাধক কখন পুরুষোত্তম হন উহার হিসাব আছে। ইহা ঠিক ঠিক অঙ্ককষা ও হিসাবের মতন শুদ্ধ ও সঠিক। জ্ঞানের বিকাশ যখন ১৬ কলায় আসে তখন ১৬ কলা বলা হয়। ইহাই পূর্ণ কলা। মানব জীবনের শেষ লক্ষ্য ঐ ''পূর্ণ কলা''। ১ কলা উদ্ভিজ্জ, ২ স্বেদজ, ৩ অণ্ডজ, ৪ জরায়ুজ, ৫ গণেশ, ৬ সূর্য্য, ৭ বিষ্ণু, ৮ শিব। ১ কলা বিকাশের জীব মানে ১৫ কলা অজ্ঞান ও ১ কলা জ্ঞান। কোন জীবই একেবারে জ্ঞানহীন নহে। যেখানে ৪ কলা জ্ঞান, সেখানে অজ্ঞান ১২ কলা। ১৫ কলার জ্ঞানী মানে ১ কলার অজ্ঞান বহনকারী জ্ঞানী। ৮ কলার শিবই পুরুষোত্তম স্তরে ১৬ হইবেন। ১ কলার উদ্ভিজ্জ মানে এক কলার শিব। অষ্টম কলা হইতে ঠিক ঠিক শিবত্ব আরম্ভ। চার প্রহরের সাধনায় ক্রমে তিনি ষোল কলায় পুষ্ট হইবেন। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই সব আলোচনা অসম্ভব।

মঠে সন্ধ্যাবেলা একবার শিবের পূজা হয়। ইনি তৎপুরুষ শিব। তৎপুরুষ শিবের বেদনির্দ্দিষ্ট মন্ত্র 'ওঁ তৎ পুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্র প্রচোদয়াৎ'॥ বীজমন্ত্র - ''ওঁ হৌঁ ওঁ''। পূজান্তে উপাসনা। পরে রাবণ কৃত ''শিব তাণ্ডব স্তোত্রম্'' পাঠ করা হয়। সন্ধ্যা বেলার পূজার সঙ্গে রাত্রিকালীন ৪ প্রহরের কৃত্য শিবেরও পূজা হইয়া থাকে। সব শিব পূজা পঞ্চমুখ শিবধ্যান করিয়াই করিতে হয়। বীজ জগৎ ও জীব জগৎ সবই শিব। ১ হইতে ১৬ কলায় সব জীবই শিব। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ,

ব্যোম তত্ত্ব এবং পঞ্চতত্ত্বে গঠিত এই স্থূল বিশ্বও শিব। ক্ষিতি-অপ্-তেজ আদি অষ্ট মূর্ত্তি শিব, নবগ্রহ শিব, দশ দিক পাল শিব; সব শিবই পঞ্চমুখ শিব ধ্যানে করিতে হয়। শিবধ্যানের মূলস্থান মস্তিষ্ক কেন্দ্রস্থিত শিব পিণ্ড। শিবপিণ্ড হইতে ব্রহ্মনাড়ী নির্গত হইয়া মূলাধার কেন্দ্র পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। এই ব্রহ্মনাড়ীই শিবমূর্ত্তির সর্প।

চার প্রহরের উপাস্য ৪ শিব হইতে ৪টী বেদ নির্গত হইয়াছে। সাধক, যোগী এবং ঋষিগণই সমস্ত বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা এবং সংগ্রহকারক। কিন্তু সব স্তরের ঋষিই জ্ঞানের একস্তরে প্রতিষ্ঠিত নহেন। যে ঋষি জ্ঞানের যে স্তরে বিদ্যমান সেই ঋষি তাঁহার জ্ঞানরাশি শিবের সেই মুখ হইতে আহরণ করিয়াছেন। এই বিজ্ঞানেই শিবের ৪ মুখ হইতে ৪ বেদ আসিয়াছে। শিবের ৫ম মুখ হইতে তন্ত্রশাস্ত্র আসিয়াছে। প্রত্যেকটি তান্ত্রিক মন্ত্রেরও ঋষি আছেন। শিবের ৫ মুখ ভিন্নও ষষ্ঠমুখ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ মুখ। এই মুখকে ''অধাম্নায় মুখ'' বলে। এই বিশ্বের কোটী কোটী মনুষ্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতভাবে শিবের ৬ষ্ঠ মুখের অনুসরণকারী! শিবের অধোমুখ হইতে আসুরিক ও অপুষ্ট বুদ্ধি এবং তদনুরূপ শাস্ত্রও নির্গত হয়। শিবের ষষ্ঠ মুখ জীবকে অধোগতি দান করে। শিবের অধো মুখই ''তামস মুখ''। অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ, গীতা ১৪।১৮॥ দম্ভ, দর্প, অহংকার, ক্রোধ, পারুষ্য (নিষ্ঠুরতা), অসত্য, লজ্জাহীনতা বা ছলনা, চৌর্য্য, ডাকাতি, নরহত্যা, অগ্নিদান, সত্যভাঙ্গা, পশুর মতন ভোগ প্রভৃতি সবই অধোমুখ শিব হইতে নির্গত হয়।

পঞ্চবক্ত্র শিব বিজ্ঞানময় কোষের পঞ্চতন্মাত্র তত্ত্বের অনুভূতির রূপ। ষষ্ঠমুখ বা অধোমুখ হইতেছে তমসাচ্ছন্ন 'অহংকার'। এই অহংকারই সমস্তপ্রকার অধর্ম, আসুরিকতা এবং অপুষ্ট ভাবের কেন্দ্র। বিজ্ঞানময় কোষের তন্মাত্র তত্ত্বই মনোময় কোষ এবং বিজ্ঞানময় কোষের মধ্যবর্ত্তী পঞ্চ সগুণব্রহ্ম গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি। ইঁহারা ক্ষিতিতত্ত্ব = শিব, জলতত্ত্ব = গণেশ, মরুৎতত্ত্ব = সূর্য্য, আকাশতত্ত্ব = বিষ্ণু, তেজতত্ত্ব = শক্তি। পঞ্চতন্মাত্র তত্ত্ব অত্যন্ত সূক্ষ্মস্তরের তত্ত্ব। পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চ তন্মাত্রতত্ত্বের বেশ একটু স্থূল স্তর। আমরা গণেশ (বিচার ও বিজ্ঞান বিভাগ), সূর্য্য (শিক্ষা ও ভালবাসা), বিষ্ণু (সমাজ, সুখজগৎ), শিব (শান্তি ও যোগী বিভাগ), শক্তি (সেনা বিভাগ, তেজ) মানুষের মনোবিকাশের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা ক্রমবিকাশ গ্রন্থে দেখুন।

গীতায় ২৯টী দৈবী ভাব রহিয়াছে। গণেশ স্তরের দৈবীভাব এবং সূর্য্য বিষ্ণু শিব ও শক্তি স্তরের দৈবী ভাব গুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা শক্তিবাদ ভাষ্য গীতায় দেখুন। ২৯টী দৈবী ভাবের একটিও অহং কেন্দ্র হইতে আসে নাই। অহং কেবলই অসুর এবং অপুষ্ট বিকাশের কেন্দ্র। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি আদি পঞ্চায়েত ভাঙ্গিয়া দিলে জীবরূপী শিবের ৫টী জ্যোতির্ম্ময় (জ্ঞানময়) অংশই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মক্কাবাদ প্রবর্ত্তক মহম্মদ মানব জীবনের জ্যোতির্ময় অংশকে অগ্রাহ্য বা সংহার করেন। আমার মনে হয় তিনি পঞ্চতত্ত্বের প্রভাবময় দৈবকেন্দ্র সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কাহারও নিকট কিছু শুনিয়া থাকিবেন। তিনি বুঝিলেন এই দৈবী পীঠস্থান হয়তো তাঁহার স্বার্থে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে। শক্তিশালী মহাপুরুষ প্রতিষ্ঠিত দৈবী পীঠকে বিকৃত করিয়া দিলে, দৈবী ভাবগুলি কিছু কালের জন্য সুপ্ত থাকে। পঞ্চায়েত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও পূজা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইলে দৈবী পীঠ আবার সতেজ হইয়া উঠিবে। কথিত আছে, কোন সৎ ব্রাহ্মণ মক্কার শিবকে গঙ্গাজল ও

বেল পাতায় পূজা করিলে শিব জাগ্রত হইবেন এবং মক্কাবাদ শেষ হইবে। দিল্লীতে অবস্থান কালে আমি বেড়াইতে বেড়াইতে এক কীর্ত্তন স্থানে প্রবেশ করিলাম। মসজিদের আকার বিশিষ্ট একটি ঘরে বহুলোক কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে অনেক প্রকারের বাদ্য-যন্ত্র ছিল। আমাকে খুব আদর ও সম্মান করিয়া বসিতে দিলেন। আমি অনেকক্ষণ বসিলাম ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিলাম। আমার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। মনে হইতেছিল কোন তমসাচ্ছন্ন নীরস ও প্রেত কেন্দ্রে বসিয়া যেন রসের সংস্পর্শহীন কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছি। পর পর অনেক দিনই কীর্ত্তন স্থানে যাইতে লাগিলাম। একই রুচি একই পরিস্থিতি। নিকটে একটি শিবমন্দির ছিল। কয়েকদিনই পর পর মন্দিরে যাইতেছিলাম। আমি বুঝিলাম, ইহা পবিত্র স্থান। আমি নিকটস্থ কীর্ত্তন ভবনটি সম্বন্ধে জানিতে চেষ্টা করিয়া বুঝিলাম উহা কোন কীর্তিমান মুসলমানের কবরস্থান। পূজার কেন্দ্র, মন্দির, যজ্ঞস্থান নির্ণয় করিবার জন্য শাস্ত্রে অনেক বিধিনিষেধ আছে। সে সব মানিয়াই পীঠস্থান নির্ণয় করিতে হয়। ঈশ্বর ব্যাপক কিন্তু সব স্থানই এক রকমের শক্তিশালী নহে। অনেক সময় আমার মনে হইত মসজিদের মধ্যেও পঞ্চায়েত শিব মূর্তি প্রতিষ্ঠা চলিবে। কিন্তু বহু অভিজ্ঞতায় আমরা এ ধারণা স্পষ্ট হইয়াছে যে বিকৃত বিধানে নির্মিত মন্দিরে শিবমূর্ত্তি স্থাপনার ফল ভাল হইবে না। মসজিদগুলি নির্ম্মাণে যেসব শাস্ত্রীয় ত্রুটী বিচ্যুতি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সব লইয়া আলোচনার প্রয়োজন আমি দেখি না। আমি অনেক গীর্জ্জায়ও এইরূপ শক্তিহীন পীঠস্থানের আভাষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। হিন্দুদের মধ্যে অনেক দুর্ব্বল স্তরের সাধু ধর্ম্মকে সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়া হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্মকে শক্তিহীন স্তরে আনিয়াছেন। সেইরূপ মন্দির ও মূর্ত্তি স্থাপনার দৃশ্যও আমি দেখিয়াছি। হিন্দুদের মধ্যে উন্নত স্তরের যোগী ঋষির প্রভাব থাকিবার দরুন দুর্ব্বল ও অপুষ্ট ধর্ম্ম সমগ্র হিন্দু সমাজকে বিষাক্ত করিতে পারে নাই। হিন্দু সমাজ দশবিধ সংস্কার প্রবর্তিত আছে। গর্ভে আসিবার সময় হইতে এইসব সংস্কার হইতে থাকে। এই কারণে হিন্দুদের মধ্যে দেবী প্রভাব সতেজ, তাহা হইলেও হিন্দুদের মধ্যে ৬ষ্ঠ মুখ শিবের প্রভাব মোটেই কম নয়। আমি আধুনিক অনেক সাধু চরিত্র পাঠ করিয়া দেখিয়াছি ঐ সব মহা-পুরুষ চরিত্রে এমন সব অবাস্তব মিরাকল্ কথার সমাবেশ আছে যাহা বলিয়া জনতাকে ভ্রান্ত করিয়া ব্যবসা করা সহজ। ধর্ম্ম লইয়া কে কি ব্যবসা করে সেটা আমাদের বিচারের কথা নয়। যাহা উপনিষদভিত্তিক যুক্তিবাদ ও দার্শনিক ধর্ম্ম আমাদের সেটা অনুসরণ করিতে হইবে। যাঁহারা জ্যোতিহীন, ষষ্ঠ মুখ নির্গত ধর্ম্ম (?) ঠিক মনে করেন, তাঁহারা উহাই করুন। আমরা বলি হিন্দুদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোকও শক্তিবাদ অনুসরণ করুন, সমাজের জন্য তাহাই কল্যাণদায়ক হইবে। ইহার কারণ হিন্দুধর্ম্ম শক্তিবাদ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অল্পবিকাশ সম্পন্ন সাধুগণ ইহাকে অনেক বিষয়ে শক্তিহীন করিয়াছেন।

হিন্দুদের মধ্যে জ্যোতিহীন কল্পিত মিরাকল বাদী সাধু চরিত্র বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, মক্কাবাদ ধার্ম্মিকদের মিরাকল দেখাইবার প্রয়োজন হয় নাই। লুট করিয়াই এরা স্ত্রী, ধন-সম্পত্তি ও রাজ্য বিস্তার করিতে পারে। হিন্দুদের সেইরূপ শক্ত আসুরিক বুদ্ধিও নাই। বর্ত্তমান ও মধ্যযুগের হিন্দুরা দুর্ব্বলবাদকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছে। শক্তিবাদ ধর্ম্ম সতেজ থাকিলে অপুষ্ট ও আসুরিক নীতি এত প্রশ্রয় পাইত না। ভয়ঙ্কর দুষ্ট প্রকৃতির

ভুট্টুর সাথে যখন ইন্দিরা ভারতের সর্ব্বনাশ ভিত্তিক চুক্তি করেন, তখন দেখা গেল প্রায় সব গুলি দলই ইন্দিরার ভারত বিরোধী নীতিকে সমর্থন করিতেছে। কেবল মাত্র জনসংঘ এবং মুজীব পার্টি ইন্দিরার এই মূর্খতাকে সমর্থন করে নাই। মুজীব পার্টির এই নীতি শক্তিবাদের অনুকূল এবং প্রশংসনীয়। কিন্তু এই শক্তনীতি কতদিন থাকিবে বলা যায় না, যদি মক্কাবাদ সংশোধন না হয়, তবে ইহার স্থায়িত্ব সন্দেহজনক।

শিবমূর্ত্তির জ্যোতির্ময় অংশ হইতে যে সব ধর্ম্মমত নির্গত হইয়াছে উহারা হইতেছে গণেশ সূর্য্য বিষ্ণু এবং জ্যোতির্ময় শিব, ও শক্তিস্তরের ধর্ম্ম। শিবের ষষ্ঠ মুখের ধর্ম্ম হইতেছে তামস ধর্ম্ম ও অজ্ঞানমূলক ধর্ম্ম। এরা শিবের নামে উপদেবতার উপাসক, অথবা এঁরা মোটেই উপাসক নহেন। ইঁহাদের মধ্যে যাহারা দুর্ব্বলবাদী হিন্দু সাধু তাঁহারা ধর্ম্মের নামে মিরাকল দেখাইয়া বা প্রচার করিয়া বেশ নাম ও ব্যবসা করেন। বায়াল পরা, ভূত ভবিষ্যৎ বলা, মামলা জিতানো, ঝাড়ফুঁক, প্রেত, বিদ্বেষ, যাদুকরী, টোটকা টাট্‌কীর আড়ালে এঁরাও বেশ ভাল ব্যবসাই করেন। মক্কাবাদীদের মধ্যেও মিরাকল প্রচারকারী সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের ব্যবসাও বেশ চলে। সে সঙ্গে তাহারা অস্থরবাদী রাজনীতিও চালায়।

উপনিষদ (বেদ) অহং কৈন্দ্রিক ধর্ম্মকে অবিদ্যা উপাসনা বলিয়াছে। এবং শিবের উন্নত ৫ মুখের নির্গত ধর্ম্মকে বিদ্যাধর্ম্ম বলিয়াছেন। উপনিষদে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইরকম মতবাদকেই জানিতে বলা হইয়াছে। অবিদ্যামূলক ধর্ম্ম যদি তুমি না জান তবে অবিদ্যাবাদীরা তোমার সর্ব্বনাশ করিবে। বিদ্যামূলক ধর্ম্ম যদি অবিদ্যা সহ অনুসরণ না কর তবে তোমার স্থান অবিদ্যাবাদীদের পদতলেই থাকিবে। মক্কা-বাদীরা ভারতকে অবিদ্যাবাদীয় ধর্ম্ম ও নীতি বলেই পদানত করিয়াছিল। ভারতের হিন্দুরা মক্কাবাদীদের ছলনার নিকট আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। অবিদ্যামূলক আস্থরিক ও অপুষ্ট মতবাদ যদি তুমি বুঝিতে না পার তবে তোমার বিদ্যামূলক ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। হিন্দু রাজাদের ষষ্ঠ মুখ-শিবের নীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা হিন্দু পতনের মূল। এই সম্বন্ধে ঈশোপনিষদের ৯, ১০, ১১ নম্বর মন্ত্রগুলি কি বলিতেছেন শক্তিবাদ ভাষ্য উপনিষদে দেখুন। বিদ্যাধর্ম্মের অনুসরণ কারী মহাবীর শিবাজী প্রয়োজন বোধে অবিদ্যাবাদীয় নীতি অনুসরণ করিয়া মক্কাবাদী মোঘল সম্রাটগণকে ত্রস্ত করিয়াছিলেন। একবার শিবাজী বিশ্বাস বশতঃ ঔরঙ্গজেবের অবিদ্যা কৌশলে দিল্লীতে বন্দী হন, তখন তিনিও অবিদ্যা বাদীয় নীতি প্রয়োগে ফলের ঝুড়ির মধ্যে নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়া দিল্লীর বন্দী জীবন হইতে মুক্তি লাভ করেন। দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজীর ছলনায় পদ্মিনীর স্বামী চিতোরের ভীম সিংহ বন্দি হন। মহারাণী পদ্মিনীর ছলনা কৌশলে ভীম সিংহ আলাউদ্দিনের বন্দীজীবন হইতে ত্রাণ পান। জ্যোতি লিঙ্গ পঞ্চমুখ শিব উপাসনা নিশ্চয়ই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনার ফল কিন্তু শিবের ষষ্ঠ মুখের নীতিকেও অমান্য করিলে চলিবে না। এই সম্বন্ধে গুরুপাদুকা স্তোত্রে মহাদেব যাহা বলিয়াছেন সাধক সেই সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ থাকিবেন :- ‘‘পাদুকা পঞ্চক স্তোত্রম্ পঞ্চমুখ বিনির্গতং। ষড়ান্নায় ফলোপেতং প্রপঞ্চে চাতি দুর্লভং’’ অর্থাৎ পাদুকা পঞ্চক নাম স্তোত্রটী শিবের ৫ মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে কিন্তু মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত উন্নত ধ্যান ও সাধনার কেন্দ্রস্বরূপ এই সাধনার ফলে সাধক এত শক্তি সঞ্চয় করিয়া থাকেন যে ষড়ান্নায় মুখের নীতি প্রয়োগেও সফল হইতে

পারিবেন। ইহা অত্যন্ত দুর্লভ উপাসনা। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অজ্ঞাতবাস কালে বিরাট রাজার বাড়ীতে আত্মগোপন কালে মিথ্যা ও ছলনার নীতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং তিনি ইহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। সব সময় জ্যোতির্ম্ময় আত্মার নীতিই যে ধরিয়া রাখিতে হইবে এইরূপ নীতি নাই। ষষ্ঠমুখের ধর্ম্মাবলম্বী ও অসুরগণকে সর্ব্বদা সন্দেহের চক্ষে দেখিতে হয় এবং ইহাদিগকে বিশ্বাস করিলে বিপদ অনিবার্য্য আসিবে।

যোগিনীতন্ত্রে ম্লেচ্ছ ও যবনবাদ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। সেখানে শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন। ''তামসাস্তে মহাদেবি, তামসং ভাবমাশ্রিতাঃ।'' তাহারা তামসকে আশ্রয় করিবার দরুণ তাহারা তামস (অজ্ঞানী)। শিবের ষষ্ঠ মুখ তামসিকতার কেন্দ্র। কাজেই পঞ্চায়েত মূর্ত্তিসহ মন্দির নির্ম্মাণ এবং পঞ্চদেবতার পূজা সহ শিবের পূজা প্রবর্ত্তন না করিলে এই ভয়ঙ্কর অজ্ঞানী সম্প্রদায়ের সংস্কার সাধন অসম্ভব।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমরা মুজীব পার্টির একজন নেতা আর. আই. চৌধুরীকে (কলিকাতাস্থিত বাংলাদেশের কমিশনার) শক্তিবাদ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ডাকিয়া ছিলাম। তিনি আসিবেন কথা দিয়াছিলেন, কিন্তু আসেন নাই। কেন আসেন নাই, আমরা জানি না। ইহা ষষ্ঠ শিবমুখের প্রভাব কিনা, সেটা আমরা বলিতে পারি না। দুই দশটি কালী মন্দির বা শিবমন্দির প্রস্তুত করিলে মক্কাবাদের কালিমা যাইবে না। আমরা মক্কাবাদ সংশোধন করিবার কথাই ভাবিয়াছিলাম, পঞ্চায়েৎ সহ শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহা আরম্ভ করা যায় কিনা, এবং তিনি এ সম্বন্ধে কি বলেন, আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। আমরা ধারণা ছিল পূর্ব্ব বঙ্গ (বাংলাদেশ) মক্কাবাদী ভুট্টু কোম্পানীর ভয়ঙ্কর লগুড় আঘাতের পর মুজীব এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে যে চেতনার সঞ্চার হইয়াছে উহার ফল আরও অগ্রসর হইয়া মূল কারণ সংশোধনের অনুকূল হইবে। ম্লেচ্ছবাদ সম্বন্ধে যোগিনী-তন্ত্র স্পষ্ট বলিতেছেন - কলিকালে ৯শত সম্বতে ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক ভারত আক্রান্ত হইবে। যে শকাব্দে ভারত আক্রান্ত হইবে ঠিক তত বৎসর কাল ভারতে ম্লেচ্ছবাদের প্রভাব থাকিবে। ইহার পর ইহারা নিস্তেজ হইবে। অন্যান্য মহাপুরুষ বাণীতেও একথা সর্ব্বত্র প্রচলিত যে ''আবে সংবৎ বিশা না রহেঁ ইশা না রহেঁ মুসা।'' ইশাইরা (খৃষ্টবাদীরা) তো চলিয়াই গিয়াছে। মুসাবাদীরাও যাইবার পথে। ৭ শত বৎসর ভয়ঙ্কর অত্যাচারেও হিন্দুদের চেতনা জাগে নাই। ইহার কারণ হিন্দুরা দুর্ব্বলবাদ পছন্দ করে। পূঃ বঙ্গের উপর ভুট্ট কোম্পানীর লগুড় চলিবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক বৎসরের মধ্যেই মক্কাবাদী চরিত্রে জাতীয়তাবাদীয় চেতনার সঞ্চার হয়। ইহার কারণ মক্কাবাদীরা অসুরবাদী। অসুরবাদে ও শক্তিবাদে যে পরিমাণ তেজ থাকে দুর্ব্বলবাদী হিন্দুদের পক্ষে সেটা সম্ভব হইত না। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা ইতিপূর্ব্বে কম লগুড় খায় নাই। তাহারা লগুড় আঘাতে পঃ বঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে এবং লগুড়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছে, এখানে আসিয়া তাহার হিন্দু ধর্ম্মের শত্রু হইয়াছে এবং কম্যুনিষ্ট হইয়াছে, গান্ধীর শিষ্যদের সঙ্গে মিলিয়া মক্কাবাদীদের পদে তৈল মর্দ্দন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। ১৯৭২ সনে ইন্দিরা মক্কাবাদী ভুট্টুর সঙ্গে কোলাকুলী লীলাতে সব কম্যুনিষ্টরাই আন্তরিক সমর্থন জানাইয়াছে। ঐ সব কম্যুনিষ্টদের দলে পূঃ বঙ্গের লগুড়াহত হিন্দুরাও রহিয়াছে।

হিন্দুদের মধ্যে নিস্তেজ ভাব, তামস ভাব ভয়ঙ্কর প্রবল হইবে, শিব ইহা জানিতেন। ম্লেচ্ছ অত্যাচারে হিন্দু সভ্যতাকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি দুইটি উপায় বলিয়াছেন - (১) কুমারী পূজা করিতে থাক এবং (২) দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ তীর্থ ও শিবদর্শন করিতে থাক। কুমারী পূজা তো সাক্ষাৎ ''শক্তিপূজা''। শক্তি মানেই তেজতত্ত্বের প্রতীক। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনে নিস্তেজ হিন্দু জাতির মনে ভক্তির মধ্য দিয়া তামসভাব কমিয়া তেজ সঞ্চারিত হইতে থাকিবে। পঞ্চমুখ শিবের তেজ এবং কুমারী শক্তির তেজ মিলিত হইয়া হিন্দু জাতির দুর্ব্বল ভাব কম হইবে। মুজীবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের চিন্তাধারা নিম্নমুখী ছিল। মুজীব ও তাঁহার দলের উত্থানে ভারতের চিন্তাধারা শক্তিবাদের দিকে মোড় লইবার উপক্রম হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরাজী ভুট্টুর প্রেমে দিশেহারা হইয়াছেন। জনসংঘ ও মুজীবের জাতীয়তাবাদ পার্টি এক হইয়া শক্তিবাদ উত্থানের জন্য এবং মক্কাবাদ সংশোধনে মন দিন। ''অখণ্ড ভারত, অখণ্ড বেদবাদ এবং খাদ্য ও অন্নের সচ্ছলতার কথা ভাবুন।'' সকলের কল্যাণ হইবে। গান্ধীর শিষ্য এবং কার্লমার্ক্সের শিষ্য এবং মক্কাবাদ শিষ্যদের নীতি একরেখায় আসিয়াছে। ইহাদের আশা ত্যাগ করুন।

এখন হইতে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আমার গুরুদেব (১৪১ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ) আমাকে বলিয়াছিলেন (দ্রঃ শক্তিশালী সমাজ, গুরুপূজা অংশ) ''ধ্যানে দেখিলাম - হিন্দু মুসলমানে ভয়ঙ্কর রক্তপাত চলিয়াছে, এবং তাহার পরই সমস্ত মুসলমানগণ হিন্দু হইয়া গেল, এবং ভারতে শান্তি আসিল।'' শিব বলিয়াছেন - ৯৮১ শকাব্দে (৯০৩ খৃঃ)* কলিযুগে এরা ভারতে রাজ্য বিস্তার করিবে এবং ৯৮১ বৎসর রাজত্ব করিবে। ইংরেজী খৃষ্টাব্দ হইতে শকাব্দ হইতেছে ৭৮ বৎসর কম। এখন সম্বৎ ২০২৯ = ১৯৭২ ''আরে সম্বৎ বিশা ন রহে ইসা ন রহে মুসা।'' অর্থাৎ ১৯৭২ সনের ২৯ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই খৃষ্টবাদ ক্ষীণ হইতে থাকিবে।

ভারত ভাগের সময় হইতেই আমরা শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজা আরম্ভ করি, পূজায় ''ভূতপূজা'' অংশে আমরা মক্কেশ্বর ভূতের পূজাও প্রবর্ত্তন করি। মক্কেশ্বরকে আমরা শিবের ষষ্ঠ মুখের পূজা বলিয়াছি। মহম্মদ পঞ্চায়েত ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন অর্থাৎ শিবের জ্যোতি অংশের পূজা তুলিয়া দিয়াছেন। হিন্দুরা শিবের জ্যোতিঃ অংশের (৫ মুখ শিবের) পূজাকে উপাদেয় করিয়াছে। কিন্তু জ্যোতি অংশের আড়ালে হিন্দু সমাজ ক্রমে দুর্ব্বলবাদকেই বরণ করিয়াছে। বেদ বিদ্যা অংশের উপাসনার সঙ্গে অবিদ্যা অংশেরও উপাসনার আদেশ দিয়াছেন। বিদ্যা অংশই পঞ্চ দেবতার জ্ঞান ও শক্তি, অবিদ্যা অংশ মানে আসুরিকতা, অপুষ্টবাদিতা ও অজ্ঞানতা। অসুর বাদের সঙ্গে টক্কর দিতে হইলে সব সময় জ্যোতি বা জ্ঞান বা নীতি লইয়া চলা চলে না, হীন স্তরের নীতি এবং শক্তিরও শরণ লইতে হয়।

অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, হিন্দুরা এত তমসাচ্ছন্ন এবং রাজনৈতিক জ্ঞানে মক্কাবাদীদের হইতে হীন হইলেন কেন? শিব বলিয়াছেন ''ম্লেচ্ছ দেশে যাহা নীতি পুণ্যদেশে (ভারতবর্ষে) উহা দুর্নীতি নামে খ্যাত।'' ''ম্লেচ্ছাধীন গুণাঃ সর্ব্বে হগুণং আর্য্য

* প্রকাশকের নিবেদন - এই হিসাব সঠিক নয়। ৯৮১ শকাব্দ = ৯৮১ + ৭৮ = ১০৫৯খৃষ্টাব্দ।

দেশকে।'' ম্লেচ্ছদের আরাধ্য শিব ষষ্ঠ মুখ, আর্য্যদেশে ৫ মুখ শিব বা পঞ্চায়েত শিবের উপাসনার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। শিব আরও বলিয়াছেন - ''এবমেব মহাদেবী, কামরূপা ধিপো শবে।'' কাম-রূপের (কামরূপা ধিপো মানে ত্রিকোণাকার ভারতের) অধিপতিগণ শবরূপ ধারণ করিবেন। শাসকগণ, রাজাগণ, নেতাগণ বা সমাজ কর্ত্তাগণ তামসাচ্ছন্ন ও নিস্তেজ হইলে, জনতায়ও সেই নিস্তেজ ভাব প্রতিফলিত হইয়া সমগ্র হিন্দু জাতির তামসিকতা ও অধঃপতন দেখা দিয়াছে।

শিব জাগ্রত দেবতা। আমরা মুজীব পার্টিকে দিয়া ভারতের মজ্জাগত দুর্ব্বলবাদ এবং পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান সমাজের অস্থরবাদ বা মক্কাবাদকে সংস্কার করিয়া শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠার পথ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও ভারতের মঙ্গলের পথ করা যায় কিনা, সে জন্য পরামর্শ করিতে চাহিয়াছিলাম। আমরা কাউকেই পাই নাই। আমরা শিবের আদেশ, গুরুর বাক্য, শাস্ত্রের প্রমাণ এবং ভারতের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই মুজীব পার্টির অনেক লোককে ডাকিয়া ছিলাম। যাহা হউক সেই সব আশা নিরাশার কথা আলোচনা করিতে চাই না; আমরা কোন কথা লইয়া আন্দোলনও করি না। হট্টগোলও করি না। আমরা ইহাই জানি, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ পথে চলিবেন, সাধারণ মানুষ উহা অনুসরণ করিবেন। হিন্দুরা জ্যোতির্লিঙ্গের উপাসনা করিলেও পুরুষোত্তম শিব ও শক্তিস্তর শিবের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। মুসলমানেরা শিবের উপাসনা করিলেও ষষ্ঠ মুখের নীতিকে শ্রেষ্ঠ ধরিয়া লইয়াছে। তাহাতে ব্যস্ত হইবার কারণ আমাদের নাই। হায়দারাবাদে এক সরকারী বনে প্রস্তরে নির্মিত একটি শিবলিঙ্গ পাওয়া যায়। শিবলিঙ্গ মূর্ত্তির নিকটে একই পাথরে খোদিত এক মাতৃমূর্ত্তিও ছিল। ফরেষ্ঠ বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অফিসার একজন মুসলমান। তাঁহার নাম শ্রীমমতাজ আলী। বনের মধ্যে একটি মাটির ঢিপি খুঁড়িয়া মূর্ত্তিটি পাওয়া যায়। মূর্ত্তিটি ফরেষ্ট অফিসের নিকট রাখা হইল। ত্রিশূলধারী শিব মমতাজ আলীকে দর্শন দেন এবং মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেন। তদনুযায়ী মন্দির নির্মিত হইল। মন্দির নির্ম্মাণের অর্থটার এক অংশ (৫ হাজার টাকা) মঙ্গলঘট স্থাপন বিজ্ঞানে সংগৃহীত হইল। অর্থাৎ বনের যে সব বৃক্ষ কাটা হইত সেই সব বৃক্ষ হইতে একটি করিয়া শাখা মঙ্গলঘট বাবদ রক্ষিত হইতে লাগিল। বনে যাঁহারা পাতা সংগ্রহ করিতেন তাঁহারাও কিছু কিছু পাতা মন্দির স্থাপনার খরচ বাবদ রক্ষা করিতেন।

শিব যাঁহাকে দর্শন দিলেন, তিনি ৫000 টাকা দিলে অন্য এক মুসলমান ভদ্রলোক দিলেন ১0000 টাকা। এই ভাবেই মন্দির নির্মিত হইল বনের মধ্যে। মমতাজ আলীকে শিব বার বার দর্শন দিলেন। মন্দির নির্মিত হইবার পর শিব শ্রীমমতাজ আলী এবং তাঁহার ধর্ম্মপত্নীকে একসঙ্গে দর্শন দেন। শিবের আদেশে মমতাজ আলী এবং তাঁহার ধর্ম্মপত্নী মাতৃমূর্ত্তি সহ শিব লিঙ্গ মূর্ত্তিটীকে উভয়ে ধরাধরি করিয়া মন্দিরে স্থাপন করিলেন। শিব স্থাপনে অন্য কোন লোক বা পুরোহিত ছিলেন না। শিব পুরোহিত দ্বারা স্থাপনার বিরুদ্ধে বলিলেন। এই শিব মন্দির খুব জাগ্রত মন্দির, এখানে আয় বৎসরে প্রায় একলক্ষ টাকা। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার পর মমতাজ আলী আরও ৪ খানা শিব মন্দির স্থাপনা করিয়াছেন। আমরা যেরূপ শিবমন্দির স্থাপনার কথা ভাবিয়াছিলাম মমতাজ আলী ও তাঁহার ধর্ম্মপত্নী শিবের আদেশে উহাই করিয়াছেন। আমরা বলি প্রত্যেক গ্রামে

শিব মন্দির নির্ম্মিত হউক এবং প্রত্যেক মক্কাবাদী সম্প্রদায়ের লোক শুদ্ধভাবে মন্দিরে প্রবেশ করুন। মস্তিষ্কমধ্যস্থিত শিবপিণ্ড ধ্যান করিয়া জাগ্রত দেবতার মূর্ত্তির উপর জল ফুল দান করুন। আমাদের বিশ্বাস মমতাজ আলী প্রতিষ্ঠিত শিব জ্যোতির্লিঙ্গের প্রতীক এবং ঐ মাতৃমূর্ত্তি হইতেছেন মহাশক্তির আদর্শ মূর্ত্তি কুমারী শক্তিমূর্ত্তির মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। হে গুরু শঙ্কর ভগবান ও আমার অতিপ্রিয় স্নেহময়ি মা পার্ব্বতী, ও সতী মা, তোমরা ব্যাপকভাবে জাগ্রত হও। প্রতি নগরে বনে জঙ্গলে জাগিয়া উঠ এবং বিশ্বের সর্ব্বত্র জাগো, মক্কাবাদীদের তামসভাব দূর কর, সমগ্র হিন্দু সমাজকে দুর্ব্বলবাদিতার কবল হইতে মুক্তি দান কর। কীর্ত্তি মালিনী দেবী ভারতমাতা শিবের আদেশ ও শাপ বিমুক্ত হইয়া পৃথিবীর মধ্যে আবার জগন্মাতার স্থানে দাঁড়াইয়া বিশ্বকে জ্ঞান ও শক্তিতে সঞ্জীবিত করুন। হে বিশ্বপিতা মহাদেব শিব, হে আমার জগন্মাতা মহাদেবী, তোমরা আমার অন্তরের অন্তস্থলে সদা জাগ্রত থাক। আমাকে আশীর্বাদ কর। ৭।৮ শত বৎসরের অত্যাচার পীড়িত ভারতে আবার শান্তির আলো হইয়া দেখা দাও। তোমাদের আশীর্ব্বাদে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসুরবাদ ক্ষীণ হউক, মানবজাতির কল্যাণ হউক। তোমাদের চরণে আমার শত শত প্রণাম।

গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব এবং শক্তি; ইঁহারা পঞ্চায়েৎ। মনো বিকাশের সঙ্গে ৫ গণেশ ৬ সূর্য্য ৭ বিষ্ণু ৮ শিব এবং ১৬ কলায় শক্তিস্তর। আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য এই পাঁচটী স্তর মনো বিকাশেরই স্তর। আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য অন্য একটী পথ আছে, উহা কুণ্ডলিনী জাগরণের পথ। ঐ পথে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়া মস্তিষ্কের মধ্য স্থিত অহং কেন্দ্র ভেদ হইয়া জ্যোতির্লিঙ্গ শিব স্তরে আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়। ''অহং'' কেন্দ্র মানেই শিবের ষষ্ঠ মুখ। অহং কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াই ভূত প্রেত পিশাচ প্রভৃতি উপদেবতার উপাসনা, অহং কেন্দ্রই অবিদ্যা জগৎ। গণেশাদি পঞ্চায়েতই জ্যোতির্ময় শিব। শিব ম্লেচ্ছবাদীয় দুর্নীতি অতিক্রম করিবার জন্য দ্বাদশ জ্যোতি লিঙ্গ তীর্থ দর্শন করিতে বলিয়াছেন। ম্লেচ্ছবাদীয় অত্যাচারে হীনবীর্য্যতা দূর করিয়া শক্তিবাদে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য মহাশক্তি রূপিণী কুমারী পূজার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। শিব রাত্রি পূজার দিনে হিন্দুজাতির পতনের যুগের এসব ইতিকথা স্মরণ করুন, এবং শিবপূজায় আত্মনিয়োগ করুন। দ্বাদশ জ্যোতি র্লিঙ্গের মধ্যে একটীকে অর্থাৎ সোমনাথ শিবের মূর্তি ও মন্দিরটী সর্দ্দার প্যাটেলের চেষ্টায় পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এখনও কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরটী ভগ্নদশায় মক্কাবাদীদের ''উঠ বোস'' উপাসনার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। পঞ্চায়েৎ শিব ঐখানেও প্রতিষ্ঠিত হইবেন। অন্যান্য সব মন্দিরই সংস্কার হইবে, তামস শিবের ষষ্ঠ মুখের প্রভাব ক্ষীণ হইয়াছে।

শিবরাত্রির প্রথম প্রহরের পূজা॥ (রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত প্রথম প্রহর, ১২টা পর্য্যন্ত দ্বিতীয় প্রহর, ৩টা পর্য্যন্ত তৃতীয় প্রহর, ভোর পর্য্যন্ত চতুর্থ প্রহর)।

সাধক পূজার আসনে বসিয়া মস্তিষ্কে সহস্রারে শিব পিণ্ড ও ব্রহ্মনাড়ী ধ্যান করিয়া মূলাধারে মহাশক্তি এবং সহস্রারে শিবরূপী গুরুকে প্রণাম করিবেন।

প্রতিষ্ঠিত শিবে বা মাটীনির্ম্মিত শিবে পূজা করিলে, শিবের উপর ''ওঁ হৌঁ নমঃ শিবায়'' স্নানার্থে জল দিবেন।

হাতে পায়ে জলের ছিটা॥ মন নিশ্চিন্ত করণ॥ শুভ কর্ম্মের সাক্ষী স্মরণ॥ কামিনী দেবীর ধ্যান। আচমণ॥ সামান্যার্ঘ্যস্থাপন॥ জল শুদ্ধি॥ দ্বার দেবতার পূজা॥ বিঘ্নাপসরণ॥ ভূত পূজা॥ মক্কেশ্বর ভূতের পূজা॥ আত্মরক্ষা॥ ভূমিশোধন॥ গুরু প্রভৃতির প্রণাম॥ স্বস্তি বাচন॥ সংকল্প॥ গ্রন্থি বন্ধন॥ পুষ্পশোধন॥ পূজা দ্রব্যাদি শোধন॥ (মানস ঘট স্থাপনা॥ ঘট স্থাপন)॥ ঘটে বা শিব লিঙ্গে জল ফুলে দেবতা গণের পূজা॥ ধ্যান করিয়া পঞ্চ দেবতার পূজা॥ (গয়া তীর্থ পুস্তক দ্রষ্টব্য)॥ প্রাণায়াম॥ ভূতশুদ্ধি॥ ন্যাসাদি॥ যাঁহারা চন্দ্র মৌলী ন্যাস করিতে চাহেন তাঁহারা পঞ্জিকায় দেখুন। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিব পিণ্ডে শিবধ্যান করুন।

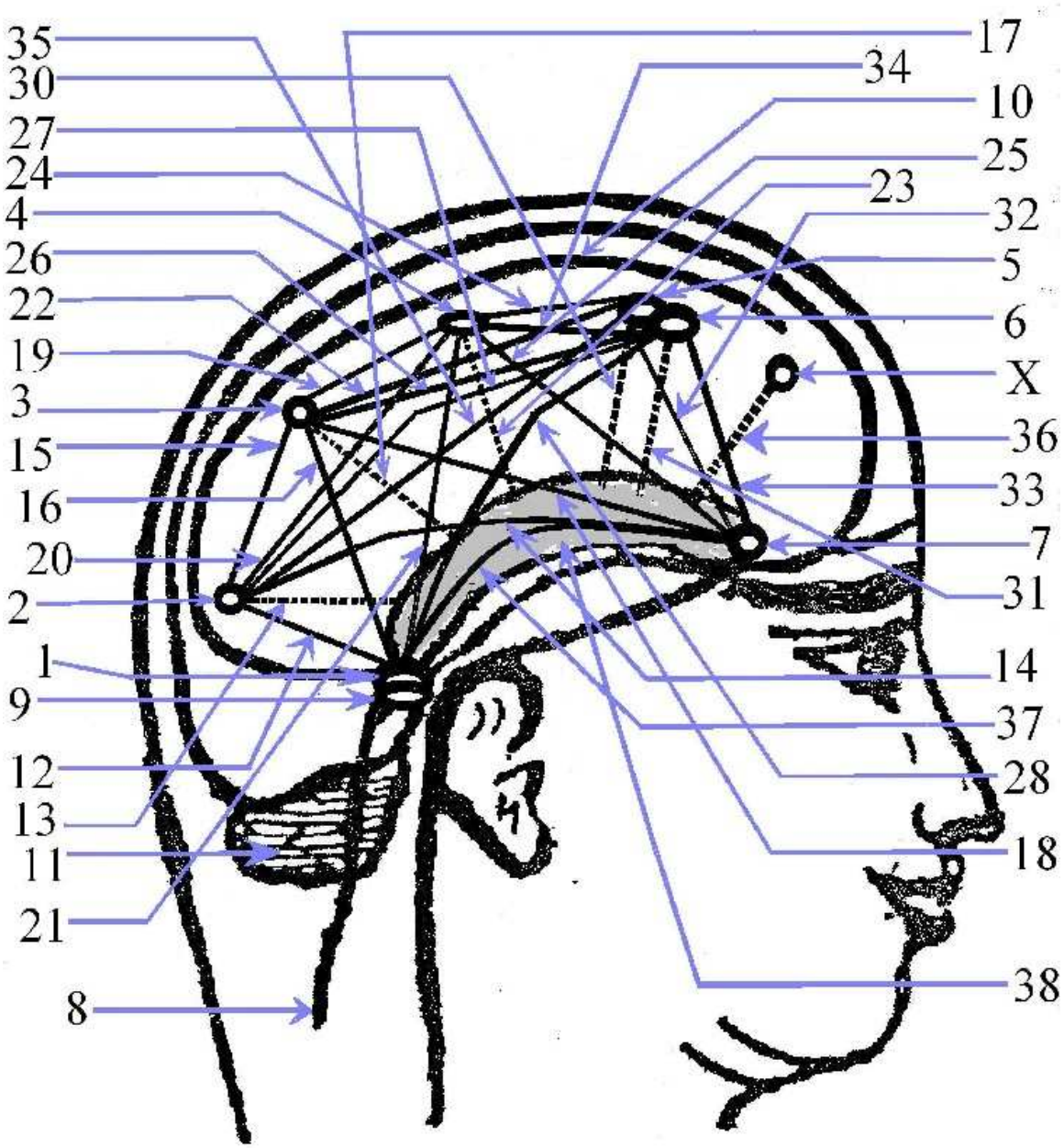

মস্তিষ্ক চিত্রে ৩৮ শিব পিণ্ড। এই শিবপিণ্ডই অষ্টমূর্ত্তি শিব নির্দ্দিষ্ট যজ্ঞমান শিব মূর্ত্তি। ৪ নং সোম মূর্ত্তি শিব। ১০ মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত ব্রহ্মনাড়ীই ঈশান শিব, ইনিই শক্তিনাড়ী, ইনিই পুরুষোত্তম শিব।

শিবের ধ্যান॥

মানস পূজা॥ বিশেষার্ঘ্য স্থাপন॥ পীঠ পূজা॥ পুনঃধ্যান॥ ৫, ১০ অথবা ১৬ উপচারে পূজা॥

প্রথম প্রহরে॥ দুগ্ধ দ্বারা স্নান॥ ওঁ হৌঁ ঈশানায় নমঃ॥

জল দ্বারা স্নান॥ ওঁ হৌঁ পশুপতয়ে নমঃ॥

প্রথম প্রহরে অর্ঘ্য দান॥ ওঁ শিব রাত্রি ব্রতং দেব পূজা জপ পরায়ণঃ। করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর। ইদং অর্ঘ্যং ওঁ হৌঁ ঈশানায় নমঃ॥

বেদ নির্দ্দিষ্ট ঈশানশিবের মন্ত্রঃ - "ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতি ব্রহ্ম নো অধিপতি র্ব্রহ্মা শিবমেঽস্তু সদাশিব ওঁ"॥ উপাসনা॥

দ্বিতীয় প্রহরে॥ ইদং স্নানীয়ং - দধি ওঁ হৌঁ অঘোরায় নমঃ॥

জল দ্বারা স্নান॥ ওঁ হৌঁ পশুপতয়ে নমঃ॥

অর্ঘ্য মন্ত্র:- ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্ব পাপ হরায় চ।

শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যংপ্রসীদ উময়া সহ॥ ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ॥

অঘোর শিবের বৈদিক মন্ত্র :- ওঁ অঘোরেভ্য ঽথঘোরেভ্যো ঘোর ঘোর তরেভ্যশ্চ। সর্ব্বসর্ব্বে ভ্যো সর্ব্বতরেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্র রূপেভ্যঃ।

তৃতীয় প্রহরে॥ ইদং স্নানীয়ং ঘৃতং ওঁ হৌঁ বাম দেবায় নমঃ॥

জলদ্বারা স্নান॥ ওঁ হৌঁ পশুপতয়ে নমঃ॥

অর্ঘ্য মন্ত্র :- ওঁ দুঃখদারিদ্র শোকেন দগ্ধোঽহং পার্ব্বতীশ্বর। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত প্রসীদ মে॥ ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ বামদেব শিবায় নমঃ॥

বামদেব শিবের বৈদিকমন্ত্র :- ওঁ বাম দেবায় নমঃ, জ্যেষ্ঠায় নমঃ, রুদ্রায় নমঃ, কালায় নমঃ, কালাধিকরণায় নমঃ, বল বিকরণায় নমঃ, বলপ্রমথনায় নমঃ, সর্ব্বভূত দমনায় নমঃ, মনোন্মনায় নমঃ॥

চতুর্থ প্রহরে॥ ইদং স্নানীয়ং মধু ওঁ হৌঁ সদ্যোজাতায় নমঃ॥

জলদ্বারা স্নান - ওঁ হৌঁ পশপতয়ে নমঃ॥

অর্ঘ্য মন্ত্র॥ ওঁ ময়া কৃতানি অনেকানি পাপানি হর শঙ্কর। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত প্রসীদ মে॥

উপাসনা॥

সদ্যোজাত শিবের বৈদিকমন্ত্র - ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ ভবে ভবে অনাদিভবে ভজস্বমাং ভবোদ্ভবায় বৈ নমঃ।

পূজার পর অষ্টমূর্ত্তি শিবের পূজা করিবেন। মূলাধারে ওঁ হৌঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ॥ স্বাধিষ্ঠানে ভবায় জলমূর্ত্তয়ে॥ মণিপুরে রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে॥ অনাহতে উগ্রায় বায়ু মূর্ত্তয়ে॥ সোমচক্রে - মহাদেবায় সোম মূর্ত্তয়ে॥ ব্রহ্মরন্ধ্রে ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ॥

ইহার পর ব্রতকথা শ্রবণ॥ পারণ মন্ত্র॥

ওঁ সংসার ক্লেশ দগ্ধস্য ব্রতনানেন শঙ্কর। প্রসীদ স্বমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদ ভব॥

প্রণামঃ - ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণ ত্রয় হেতবে, নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।

শক্তিবাদ মঠের নবগ্রহ মন্দিরের লোহার দ্বারে গ্রহ শান্তি মন্ত্র

এই দ্বারটীর উপরী অংশে গ্রহগণের গতি চক্র কিভাবে সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া সদা ধাবমান উহার আভাষ আছে। লৌহ দ্বারের নিম্ন অংশে রাহু ও কেতু সহ আদিত্যাদি নবগ্রহকে দেব পর্য্যায়ে স্থান দিয়া সংক্ষেপে গ্রহশান্তি মন্ত্র লৌহ অক্ষরে লিখিত আছে। যথা - ওঁ দিবাকর র্দেবতা, ওঁ শশীনাথ র্দেবতা, ওঁ মঙ্গলেশ র্দেবতা, ওঁ বুধেশ্বর র্দেবতা, ওঁ বৃহস্পতি র্দেবতা, ওঁ শুক্রনাথ র্দেবতা, ওঁ শনৈশ্চর র্দেবতা, ওঁ রাহু র্দেবতা, ওঁ কেতু র্দেবতা, তে অস্মাকম্ মঙ্গলকারণম্॥ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥

গ্রহ মন্দিরের প্রস্তর ফলক

ওঁ নবগ্রহ মন্দিরম্

ওঁ শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী দ্বারা স্থাপিত বুদ্ধ পূর্ণিমা ইং ১৯৬৭ সাল।

গ্রহগণ হিন্দুধর্মে বিশেষ শ্রদ্ধেয় পূজ্য দেবতা, সম্পদে বিপদে বুদ্ধিমান মানব গ্রহগণের শরণাপন্ন হন। গ্রহগণের প্রভাবে মানবের ব্যষ্টি, রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের এক বৃহৎ অংশ নিয়মিত হয়। প্রত্যেক গ্রহ হইতেই এই পৃথিবীতে নানা প্রকারের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রাহু হইতে মক্কাবাদ এবং কেতু হইতে কম্যুনিজম্। ভারতের বুকে মক্কাবাদীয় অত্যাচার ৭।৮ শত বৎসর ধরিয়াই চলিয়াছে। সম্প্রতি কম্যুনিজমও ভারতের বুকে অত্যাচারের যুগ প্রবর্তন করিয়াছে। শক্তিবাদের প্রসার লক্ষ্যেই রাহু ও কেতুকে দেবত্ব পর্য্যায়ে স্থান দিয়া নবগ্রহ মন্দির স্থাপিত হইল। ইহার ফলে রাহু ও কেতুবাদ ক্রমেই নিস্তেজ হইতে থাকিবে এবং ভারতও দুর্ব্বলবাদ অতিক্রম করিয়া শক্তিবাদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে।